ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 03. No. 02. January 2010

জনকল্যাণে দিনাজপুর পৌরসভাঃ একটি ঐতিহাসিক বিশেণ্ঢষণ (১৮৬৯-২০০৮)

মো. গোলাম রসুল*

সারসংক্ষেপ

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা শহর প্রতিষ্ঠার পর এখানকার নাগরিক সুযোগ সুবিধার উন্নয়নে দিনাজপুর পৌরসভার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইংরেজ অধিকারের ফলে মূলত: প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে দিনাজপুর জেলা শহর নির্মিত হয়। সরকারী আমলা কর্মচারী, বণিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র শিক্ষক ও ভিন্ন অভিন্ন পেশাজীবী এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বর্ণ গোত্র ও সম্প্রদায়ের বহু মানুষ শহরবাসী হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম খুঁজে পায়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর পৌরসভা সৃষ্টির ফলে বিচিত্র কর্মকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে দিনাজপুর শহর। রাস্ড়াঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্ড়ায় রাস্ড়ায় আলো প্রদান ছাড়াও দিনাজপুর পৌরসভা শিক্ষা সংস্কৃতিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। পৌরসভার প্রাথমিক পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতায় প্রায় ১৩০ বছর বিভিন্ন পৌরশাসক, চেয়ারম্যান ও মেয়র দ্বারা পরিচালিত পৌরসভাটি অদ্যাবধি নাগরিক সুবিধা প্রদান করছে। সুতরাং দিনাজপুর পৌরসভা দিনাজপুর শহর তথা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ড় স্থাপন করেছে।

দিনাজপুর জেলা বাংলাদেশের ২০টি বৃহত্তম জেলার একটি অন্যতম জেলা।[১] ভৌগোলিকভাবে দিনাজপুর শহরের অবস্থান রাজশাহী বিভাগের উত্তরাঞ্চলের পশ্চিমাংশে ২৫ক্ক ১৪′ ও ২৬° ৩৮′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮ক্ক-০৫′ ও ৮৯ক্ক-১৮′ পূর্ব দ্রাঘিমার মাঝামাঝি অবস্থিত।[২] দিনাজপুর জেলার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং, পশ্চিমে ভারতের পূর্ণিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে পশ্চিম দিনাজপুর (ভারত) ও বগুড়া জেলা এবং পূর্বে রংপুর ও বগুড়া জেলা।[৩] বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনের সূচনায় সৃষ্ট আদি জেলা শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম পুরাতন শহর ছিল দিনাজপুর। অধিকার পূর্ব যুগে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল নবাব শাসিত ঘোড়াঘাট সরকার এবং সরকারের শাসনাধিকার ছিল ঘোড়াঘাট নগর। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশী যুদ্ধের আট বছর পর ১৭৬৫

* গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি মি: কোট্রিল ঘোড়াঘাট সরকারের সর্বশেষ মুসলমান ফৌজদার মীর করম আলীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ফলে ঘোড়াঘাট নগরসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চল ইংরেজদের পদানত হয়।[৪]

ঘোড়াঘাটের পতন হবার ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার কর্তৃক উত্তরবঙ্গ শাসন কার্য পরিচালনার জন্য যে বৃহৎ জেলা গঠিত হয় (১৭৮৬) তার শাসনাধিকরণ বা জেলা শহর স্থাপিত হয় দিনাজপুর নামক মৌজায়।[৫] এই মৌজায় দিনাজপুর রাজবংশের রাজধানী ছিল প্রথমার্ধে। ফলে ইংরেজদের দ্বারা দিনাজপুর জমিদারীও অধিকৃত হয়। তখন দিনাজপুরের অধিপতি ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ। সেই সূত্রে দিনাজপুর রাজবংশের রাজধানীকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে দিনাজপুর শহর।[৬]

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দিনাজপুরের আবহাওয়া মোটামুটি সমতাপূর্ণ ও মনোরম। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির দিক থেকে শহরটি বসবাসের জন্য বেশ উপযোগী।[৭]

প্রাথমিক স্ড়রে যখন দিনাজপুর শহরের পত্তন আরম্ভ হয় তখন এই শহরটি ছিল গ্রামগঞ্জের মত। আকার আয়তনে ছোট ছিল তেমনি অধিবাসীও ছিল অল্পসংখ্যক। অনুপাতে ঘর বাড়ীর সংখ্যা ছিল আরো কম। পাকা দালান কোঠার তুলনায় অধিকাংশ ঘরবাড়ী ছিল কাঁচা, আধাপাকা অথবা কুঁড়েঘর। অফিস আদালত ছিল মুষ্টিমেয় এবং অনেক সরকারী অফিসও ছিল কাঁচাঘর, মেটোঘর, খেড়োঘর ইত্যাদি।[৮] পরিপূর্ণ দালান-কোঠা ছিল একমাত্র রাজবাড়ীর মধ্যে। তাছাড়া দালান কোঠা ছিল শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত দেবী সিংহের বাড়ী, রায় সাহেব জমিদার বাড়ী, খাঁ সাহেব জমিদার বাড়ী, গোলকুটির কেশরী বিবির বাড়ী ইত্যাদি। সড়কের সংখ্যা ছিল মাত্র ক'টি এবং সড়ক মাত্রই ছিল কাঁচা সড়ক। সড়কগুলোর ধারে ধারে মাঝে মধ্যে ছিল মাত্র কয়েকটি দোকানপাট। গুদুড়ী বাজার (চক বাজার) ও রেলবাজার রাজাদের আমল থেকেই ছিল, মোটামুটি এই নিয়ে ছিল তৎকালীন দিনাজপুর শহর।[৯]

অবস্থানগতভাবে দিনাজপুর শহর পূর্ণভবা প্রাচীন পৌরাণিক নদীর তীরে অবস্থিত। ভূ-তাত্ত্বিকভাবে শহরটির অবস্থান গড়ে উঠেছে ঘাঘরা নামক একটি মৃত নদীর গর্ভভূমির ওপর। শহরটির অবস্থান ভূমি মৃত ঘাঘরা-গাবুরা-কাচাই ইত্যাদি নদী এক সময় পূর্ণভবারই উপনদী ছিল। শহরটি সূচনা পূর্বকালে একসময় অত্র ভূভাগের ওপর দিয়ে সেসব নদীর স্রোত ধারা প্রবহমান ছিল। ঘাঘরা নদী শহরের মধ্যস্থল দিয়ে প্রবাহিত। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে হিমালয়ের প্রচন্ড ভূমিধসে মহাবন্যায় উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর উৎস মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘাঘরা নদীও স্রোত হারিয়ে পরিণত হয়েছে খালে। সারা বছর এতে কোন স্রোত না থাকলে বর্ষাকালে শহরের পুঞ্জিভূত সব আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে। শহরের আবহাওয়া করে দূষণমুক্ত।[১০]

১৭৮৩-৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যখন দিনাজপুর শহরে ইংরেজ শাসনের সদরদপ্তর স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয় তখন থেকে শুরু হয় শাসনকাজে নিয়োজিত ইংরেজদের অবস্থানও। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শহরটির গড়ন তখন থেকে শুরু হয়। দিনাজপুর গেজেটিয়ার মতে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জেলা পর্যায় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দিনাজপুর-রংপুর যুক্ত কালেক্টরেট ভেঙ্গে দিনাজপুর কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানী সরকার কর্তৃক কালেক্টরী শাসন প্রবর্তনের কিছু দিনের মধ্যে বিচার ও পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত ও ডাক বিভাগ। মিঃ হ্যাচের আমলে দিনাজপুরে প্রথম নিজস্ব কালেক্টরী ভবন নির্মিত হয় (১৭৮৬) বাহাদুর বাজার মহলণ্ডায় অবস্থিত গোলকুটি প্রাসাদটি।[১১]

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে বুকাননের বর্ণনামতে দিনাজপুর শহর চারভাগে বিভক্ত ছিল। যথা: দিনাজপুর সদর, রাজগঞ্জ, কাঞ্চনঘাট ও পাহাড়পুর। পরবর্তীতে পুলহাট এলাকা শহর তথা পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বৃহদায়তন বিশিষ্ট এলাকার পুরাতন নামগুলো পরবর্তীতে খন্ড খন্ড করে ভেঙে নাম পরিবর্তিত হয়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহলণ্ডা নামে অভিহিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কায়াপট্টি মহলণ্ডার দালান কোঠা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং বালুবাড়ী মৌজার ছোটকুঠি ও গুড়গোলা মৌজার বড়-কুঠি, প্রভৃতি আড়তগুলোর তেজারতির মালিক ছিলেন রাজস্থান থেকে আগত মাড়োয়ারীগণ ও অন্য জেলা থেকে আগত হিন্দুগণ।[১২] দালান কোঠার মত গাছ বৃক্ষাদিও শহরটির অলংকরণের মূল্যবান উপকরণ ছিল। বিশেষত্ব রাজবাড়ী এলাকার মূল্যবান বৃক্ষাদির সমারোহ ছিল বেশী। কুঠিবাড়ী ও কসবা এলাকায় ছিল বড় বড় আম ও লিচুর বাগান। রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী প্রভৃতি দ্রুতযান প্রবর্তন হবার পূর্বে শহরের যানবাহন ছিল প্রধানত গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী এবং কিছু কিছু ঘোড়া। গাধার বাহন ছিল ধোপাদের জন্য। বিত্তশালীদের বাহন ছিল হাতি ও পাল্কী। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পার্বতীপুর হয়ে কলিকাতা দার্জিলিং এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে শহরের উপর দিয়ে পার্বতীপুর কাটিয়ার রেল লাইন স্থাপিত হয়। ফলে শহরের সঙ্গে বহিরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। পরবর্তীতে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ষ্টেশন থেকে সেতাবগঞ্জ-ঠাকুরগাঁও রুহিয়া রেল লাইন সম্প্রসারিত হয়। পাকিস্তান আমলে রেল লাইন পঞ্চগড় পর্যন্ত সংযোজিত হয়।[১৩] বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলার মত বর্তমানে দিনাজপুরও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। তবে ব্রিটিশ রাজত্বকাল পর্যন্ত হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এছাড়াও সে সময় কিছু জৈন মাড়োয়ারী, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিস্টান সহ প্রকৃতি পুজারী অধিবাসী এ এলাকায় বসবাস করত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগের সময় দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটে। জলপাইগুড়ী জেলার পঞ্চগড় তেতুলিয়া, বোদা দেবীগঞ্জ দিনাজপুর জেলার সংগে যুক্ত হয় এবং বালুর ঘাট মহকুমা ভারতের অংশে পড়ে যা বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর নামে সুপরিচিত।[১৪]

বস্তুত দেশ ভাগের পর দিনাজপুর শহর মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে উঠতে থাকে। এ সময় জনবসতিসহ ব্যবসা বাণিজ্য, দোকানপাট, শিল্প সংস্কৃতি প্রভৃতি কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অসংখ্য বহিরাগত পরিবার ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, সেনহাটি এমনকি কোলকাতা থেকে দিনাজপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। দিনাজপুর শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা শহরের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম। যখন শহরের পরিধি ৪ বর্গমাইল ছিল তখন এর জনসংখ্যা ছিল ১০/১২ হাজার। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সরকারীভাবে আয়োজিত আদম শুমারীতে ১৩,৭৮২ জন মানুষ গণনা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান গতিতে শহরের আয়তন বাড়তে থাকে। রাজাদের আমলের পুরাতন শহরটির সীমানা ধীরে ধীরে নিমতলা, মালদহপট্টি, বাসুনিয়াপট্টি, ঘাসিপাড়া, পাহাড়পুর, বালুবাড়ী, মুন্সিপাড়া, ক্ষেত্রীপাড়া, বাহাদুর বাজার প্রভৃতি এলাকায় সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে উপশহর এবং শেখপুরা এলাকাও পৌর এলাকার মধ্যে যুক্ত হয়। বর্তমানে দিনাজপুর পৌরসভার আয়তন ২৪.৫০ বর্গ কিলোমিটার। পর্যায়ক্রমে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এভাবে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পৌর এলাকার জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪,২৭১ জন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ১,৫৭,৩৪৩ জন। এর মধ্যে মহিলা ৭৬,৬৪৪ জন এবং পুরুষ ৮০৬৯৯ জন।[১৫]

পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি একটি বিশ্ববিশ্রুত সংস্থা এবং এর উৎপত্তির ইতিহাস অতি প্রাচীন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যখন থেকে নগর বা শহরের উৎপত্তির উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় তার প্রায় সব সময়ে সাক্ষাত পাওয়া যায় মিউনিসিপ্যালিটিরও। ইংরেজী মিউনিসিপ্যালিটির বাংলা প্রতিশব্দ পৌরসভা। মিউনিসিপ্যাল কথাটি ল্যাটিন শব্দ municipium 'মিউনিসিপ্যাম' থেকে উদ্ভূত। রোমান সভ্যতার আমলে প্রথম মিউনিসিপ্যাল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।[১৬] বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন শুরু হয়েছে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী শহরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে "টাউন চৌকিদার" স্থাপনের জন্য একটি আইন প্রণীত হয় যা ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে আর একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইনে বলা হয় কোনো শহরের অধিবাসীরা ইচ্ছা করলে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে, সর্বভারতীয় পর্যায়ে পৌরসভা আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন বলে বাংলাদেশে ১৮ বছরের মধ্যে ৫টি পৌরসভা গঠিত হয়েছিল।[১৭] পরবর্তী পর্যায়ে পৌরসভার কাঠামো ও কার্যক্রম সংক্রান্ত বহু আইন প্রণীত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পৌর শাসন বিধি নামক একটি অধ্যাদেশ থেকে প্রথম সরকারী তত্ত্বাবধানে কিছু সরকারী ও কিছু বেসরকারী নাগরিক সমন্বয়ে শহর এলাকার শাসন ও উন্নয়নমূলক দায়িত্ব পালন

করার লক্ষে একটি অপরিপক্ক পদক্ষেপ নেয়া হয়। শুধুমাত্র মুঙ্গের ও জামালপুর শহরে এই পদক্ষেপ ছিল কেবলমাত্র নমুনামূলক ও পরীক্ষামূলক।[১৮]

দিনাজপুর পৌরসভা গঠনের পূর্বে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে শীর্ষে রেখে গঠিত পঞ্চায়েত বা টাউন কমিটির (Foetus Town comittee) তত্ত্বাবধানে নগর শুল্ক আদায়, নগর পাহারা, পথঘাট পরিস্কারকরণ সড়ক সমূহে খরা মৌসুমে সেচ ও সড়কে আলোকদান কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যায়ে দিনাজপুর শহরসহ বাংলাদেশে প্রায় ৪০টি পুরাতন শহরে এই শ্রেণীর পৌর শাসনের ব্যবস্থার অধীনে গৃহীত হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে আর একটি অধ্যাদেশ বলে পৌর সংস্থাগুলোকে আরো কিছু স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়। এই অধ্যাদেশের বলে পৌর সংস্থার নাম হয় গর্ভানিং বডি যার পরিচালনায় সরকারী কর্মচারী ছাড়াও কিছু সরকার মনোনীত কিছু জনসাধারণ সম্পৃক্ত ছিল। সরকার মনোনীত সদস্যগণকে মনোনয়ন দিতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সরকার প্রিয় বা সরকার ঘেঁষা ব্যক্তিরাই সেই সুযোগ লাভ করতেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত পৌর গর্ভানিং বডি'র শীর্ষে থাকতেন একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। এই পর্যায়ে দেশের ২৬টি মূল জেলা শহরই এই সুযোগ লাভ করে।[১৯]

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সংশোধনের মাধ্যমে 'ডিস্ট্রিক টাউন এ্যাক্ট' প্রবর্তিত হয়। এই সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌর শাসন সংস্থা মিউনিসিপ্যালিটি নামে অভিহিত হয়েছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সর্বময়কর্তা করে চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়। এই অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশের ৮৪টি শহর (জেলা মহকুমা ও বন্দর নগরী) চেয়ারম্যান শাসিত মিউনিসিপ্যল কমিটির মর্যাদা লাভ করে। দিনাজপুর জেলা শহরও সেই আওতায় পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে মিউনিসিপ্যাল কমিটি সংগঠনের কোন গঠনতন্ত্র ছিল না। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছা অনুযায়ী আহব্বানকৃত সভায় প্রস্তাব ও সমর্থন ক্রমে নির্বাচিত ও তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সদস্যবৃন্দ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পৌরসভা কমিটি গঠন করা হতো। সদস্য সংখ্যারও কোনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল না। বিভাগীয় কমিশনারের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রধানত সিভিল সার্জন, জেলা ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশসুপার, শ্বেতাঙ্গ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগণ মহারাজা কিংবা কোনো বিশিষ্ট জমিদার প্রমুখ উচ্চ স্তরের ব্যক্তিবর্গ মনোনয়ন প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করতেন। তখন তিন বছর মেয়াদী পৌরসভা কমিটির কার্যকাল ছিল। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত বিধি মোতাবেক গোটা দেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হতো। সুতরাং এই ধারা মতে ১লা এপ্রিল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পদাধিকার বলে দিনাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: প্যাটারর্সন।[২০] বস্তুত ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত পৌরসভা অধ্যাদেশের বাস্তবায়ন স্বরূপ প্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। জেলা কালেক্টর মি:

ওয়েষ্ট মেকট পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ০১ জন চেয়ারম্যান, ০১ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১৬ জন সভ্যগণের সমন্বয়ে প্রথম পৌরসভা কমিটি গঠিত হয়। প্রথম পৌরসভা কমিটিটি ০১ নম্বর পরিশিষ্টে উপস্থাপন করা হলো:[২১]

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অতীতের সকল আইনের সমন্বয় সাধন করে আর একটি আইন প্রণীত হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের "পৌরসভা আইনে" পৌরসভাগুলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড রিপন লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট নামে একটি অধ্যাদেশ প্রবর্তন করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় দফায় মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট নামে একটি স্বতন্ত্র আইন পাশ হয় যার ফলে দেশের পৌরসভাগুলো স্বায়ত্বশাসনের আর এক ধাপ অগ্রসরের সুযোগ লাভ করে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রণীত গঠনতন্ত্রের সংবিধান অনুযায়ী করদাতাদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুরের তৎকালীন মহারাজা গিরিজানাথ রায় পৌরসভার ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।[২২]

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্র প্রসারিত হলে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভা আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে পৌরসভার হাতে অনেক ক্ষমতা ন্যস্ত হয় এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।[২৩] সুতরাং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেশের পৌরসভাগুলো এই আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। দিনাজপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর থেকে চেয়ারম্যান ও পৌর প্রশাসকগণ পৌরসভার নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে পৌরসভার নির্বাহী প্রদানের পদবী "মেয়র"। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মোট ৪৫ জন ব্যক্তি নির্বাহী প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে ৩৮ জন এক মেয়াদে ০৫ জন দু মেয়াদে এবং দু' জন তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন। নির্বাহী প্রধানের মধ্যে ১৫ জন সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত, ২৯ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং একজন পৌর পরিষদ কর্তৃক মনোনীত। দিনাজপুর পৌরসভার সম্মানিত নির্বাহীগণের নাম ও পদবী ০২ নম্বর পরিশিষ্টে উপস্থাপন করা হলো: [২৪]

বর্তমান মেয়র জনাব মো: সফিকুল হক ছুটু এবং ১৬ জন কাউন্সিলরের সমন্বয়ে পৌর কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে ০৪ জন মহিলা কাউন্সিলর এবং ১২ জন পুরুষ কাউন্সিলর রয়েছে। কাউন্সিলরদের মধ্যে থেকে ০৩ জন প্যানেল মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বর্তমান পৌরসভা কমিটিটি ০৩ নং পরিশিষ্টে উপস্থাপন করা হলো: [২৫]

প্রাথমিক পর্যায়ে দিনাজপুর পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালিত হতো বাংলা স্কুলের একটি কক্ষে। পরবর্তীতে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে জিলা স্কুলের পশ্চিম মোড়ে পৌরসভার পাকা

ভবনটি নির্মিত হয়। উক্ত ভবন নির্মাণে মহারাজা গিরিজানাথ জমি ও অর্থ দান করেন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৫০'ও ৪৫' ফুট আয়তাকার গথিক ডিজাইনে ৬ কক্ষ বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী করে মস্ড় উঁচু পিণ্ডনথের ওপর ভবনটি নির্মিত। ছয় ধাপে প্রশস্ড় সিড়ি বেয়ে উঠতেই সামনে পড়ে স্বল্প প্রশস্ড় বারান্দা ও প্রশস্ড় হলঘর। ভবনের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ড়ে দুপাশে দুটি করে চারটি অফিস কক্ষ রয়েছে।[২৬] শতাব্দীর পুরাতন পৌরসভার অস্ড়িত্ব যে গঠন তন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তার খসড়া প্রস্তুত হয়। জেলা ইঞ্জিনিয়ার এবং পৌরসভার সদস্য জনাব বসন্ড় কুমার দাসের প্রণীত প্রায় ৫৪টি ধারা সম্বলিত খসড়া গঠনতন্ত্র তদানীন্ড়ন চেয়ারম্যান হরিমোহন সিংহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তী সময়ে এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয়।

পৌরসভা পূর্ণ স্বায়িত্বশাসিত সংস্থায় পরিগণিত হবার পর থেকে এর কর্মপরিধি বাড়তে থাকে। বিশিষ্ট আইনজীবি ও প্রভাবশালী নেতা পরমেশ্বর দা (১৯০৩-০৯) চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে পৌরসভার কার্যাবলীকে কিছু নির্দিষ্ট কর্ম বিভাগে ভাগ ও সম্প্রসারিত করা হয়। যেমন,

ক. প্রশাসনিক বিভাগ

খ. জনস্বাস্থ্য ও পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ

গ. শিক্ষা বিভাগ

ঘ. কর নির্ধপন ও আদায় বিভাগ ইত্যাদি।

দেশ ভাগের পর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খাঁন কর্তৃক সামরিক শাসন জারির ফলে পৌরসভার স্বায়ত্বশাসন ব্যহৃত হয়। দেশ স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় পৌরসভা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে আরো দু'টি বিভাগ বৃদ্ধি করা হয়।

ঙ. উন্নয়ন বিভাগ

চ. কর্ম বিভাগ২৭

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর পৌরসভা সৃষ্টির পর থেকে সত্তর আশি ও নব্বই দশকের পৌরসভার বার্ষিক আয় ব্যয়ের অবস্থা কেমন ছিল তার হিসাব উপস্থাপন করা হলো।

সন	আয়	ব্যয়	মন্ড়ব্য
১৮৭৭	টাকা ৩০১১.২৫	টাকা ৬২৪.৯৩	উদ্ধৃত্ত
১৮৯৩	টাকা ৪২৯৯.০০	টাকা ২৫৭০.৫০	উদ্ধৃত্ত
১৮৯৪	টাকা ২৩৫০.০০	টাকা ১৭৩০.১৯	উদ্ধৃত্ত
১৮৯৫	টাকা ৪৪২০.০০	টাকা ৪২১১.০০	উদ্ধৃত্ত

সুতরাং একই প্রসঙ্গে পৌরসভার প্রাথমিক অবস্থায় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন পদমর্যাদার উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনের পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হলো। যেমন সড়কের ওপর পানি ছিটিয়ে ধূলি নিবারণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের মাসিক বেতন ছিল ২.০০ টাকা, ল্যাম্প পোষ্টের কেরোসিনের দ্বীপ জ্বালানোর মশালচির বেতন ছিল ২.০০ টাকা; কিন্তু একজন মেথর শ্রমিকের মাসিক বেতন ছিল ৪.০০ টাকা, অনুরূপ নিম্ন পদের শ্রমিক ও কর্মচারীদের কমবেশী প্রায় একই রকম মাসিক বেতন ছিল। অফিসের হেড ক্লার্ক এর মাসিক বেতন ৩০.০০ টাকা, সহকারী হেডক্লার্ক ১৫.০০ টাকা, নাজির ১৫.০০ টাকা, টেক্স দারোগা ৩০.০০ টাকা, সেনিটারী ইন্সপেক্টর ২৫.০০ টাকা, টিকাদার ১০.০০ টাকা, জমাদার ৮.০০ টাকা, পিয়ন ৬.০০ টাকা, দপ্তরী ৫.০০ টাকা।[২৮]

জনকল্যাণে দিনাজপুর পৌরসভা

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় দিনাজপুর পৌরসভা অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে।। দিনাজপুর শহরে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে জেলা স্কুল, তারপরে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা স্কুল, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে এটি মডেল স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বায়িত্বশাসিত পৌরসভা স্থাপিত হলে পৌরসভা স্কুলটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এম আর বণ্ঢাকির (সিভিল সার্জন) প্রস্ড়াব অনুযায়ী স্কুলকে মিউনিসিপ্যাল স্কুল নামে অভিহিত করা হয়। পৌরসভা স্কুল পরিচালনার নিমিত্তে বার্ষিক ১২০০ টাকা অনুদানের মঞ্জুরীও দান করে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটিকে মাইনর স্কুলে উন্নীত করা হয় এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে এটি হাইস্কুলে পরিণত হয়। এ স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিল মহর্ষি ভবন মোহন কর। বর্তমান পর্যন্ড় এই স্কুলটি পৌরসভার অধীনে রয়েছে।[২৯]

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে দিনাজপুর পৌরসভার একটি ওয়ার্ডে সার্ভিস পায়খানার প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পৌর এলাকার সবকটি ওয়ার্ডে সার্ভিস পায়খানা চালু করা সম্ভব হয়। সে সময় পৌর এলাকার ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল ৫টি। তৎকালীন সময়ে সব রাস্ড়া ছিল কাঁচা, ফলে রাস্ড়া

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নিশ্চিত করার জন্য ধূলি নিবারণের নিমিত্তে পৌরসভা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

সড়কের ধূলি নিবারণের পর পৌরসভার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল সড়কে সড়কে আলোর ব্যবস্থা করা। অবশ্য ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে আলোর ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। পৌরসভা গঠিত হবার পর থেকে শহরের প্রায় সব সড়কেই বাতিদান ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা হয়। এই ব্যবস্থা ছিল সড়কের ধারে নির্ধারিত দূরত্বে দন্ডায়মান একটি কাঠের ল্যাম্প পোষ্ট। ১৮৫৫ থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় প্রায় ১০০ বছর এই ল্যাম্পপোষ্টের ব্যবহার ছিল।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মহামারী রোগের জন্য পৌরসভার মাধ্যমে নিরোধক টিকা দানের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে সদর হাসপাতাল তৈরী হলে দিনাজপুর পৌরসভা প্রাথমিক অবস্থায় হাসপাতালের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এছাড়াও ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে জেলা বোর্ড ও পৌরসভার অর্থ সাহায্যে সদর হাসপাতাল সংলগ্ন একটি মহিলা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়।[৩০] বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে শহরে বিশুদ্ধ পানির জন্য বেশ ক'টি নলকূপ স্থাপিত হওয়ায় শহরের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির সূচনা হয়। বিশেষত মশার উপদ্রব কমে যাওয়ায় ম্যালেরিয়ার বিস্ড়র কমতে শুরু করে এবং বিশুদ্ধ পানি পান করার অভ্যাসের জন্য কলেরা বা পেটের অসুখের আক্রমণ হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা স্কুলের হেড পণ্ডিত মহর্ষি ভুবন মোহন করের দ্বারা শহরে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা সুদৃঢ় হয়। তিনি একজন স্বার্থক শিক্ষক ছাড়াও একজন দক্ষ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি বিনা মূল্যে হোমিও চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরন করতেন। তাঁর চিকিৎসায় রোগী নিরাময় হতো। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজার অর্থ সাহায্যে বালুবাড়ী মহলণ্ডায় দিনাজপুরের প্রথম হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়টি (ভুবন মোহন দাতব্য চিকিৎসালয়) স্থাপিত হয়। পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় জন্ম ও মৃত্যু সংবাদ রেজিস্ট্রীকরণ কাজ শুরু হয় এবং সে কাজের দায়িত্ব পালন করতেন সিভিল সার্জন অফিস। একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু কর্মচারী গোরস্থানে ও শ্মশানে অবস্থান করে মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং কিছু কর্মচারী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সংগ্রহ করতো নবজাতক সন্ড়ানের সংখ্যা ও পরিচয়।[৩১] দিনাজপুর শহরে প্রাণঘাতী মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ও বারবার জনস্বাস্থ্যের অবনতির কারণের মূলসূত্র অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বহুরোগ বিশেষজ্ঞ সিভিল সার্জন ডাঃ বণ্ডাকির নেতৃত্বে মেডিকেল কমিশন গঠিত হয়। এছাড়াও ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ সিভিল সার্জন ডাঃ রোজারের নেতৃত্বে ম্যালেরিয়া কমিশনও গঠিত হয়। কমিশন রিপোর্টে যে সমস্ড় সুপারিশ উলেণ্খ করা হয় তা হলো শহরের জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা, পাকা ড্রেন নির্মাণ, আবাসিক গৃহাদি ও হাট বাজার সংলগ্ন স্থানাদি আর্বজনামুক্ত রাখা, নিয়মিতভাবে পায়খানা ও

নর্দমাদি পরিস্কার করা, যেখানে সেখানে গজে উঠা ঝাড়জঙ্গলাদি নির্মূল করা, অন্ধকারপূর্ণ ডোবায় মশককূলের জন্য নিরোধক কেরোসিন ও জীবাণুনাশক ঔষধ ছড়ানোর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা। বিশেষত ম্যালেরিয়া নাশক কুইনাইন ব্যবহারের অপরিহার্যতার কথা উলেণ্খ করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পৌরসভা শহরের সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সর্বরক্ষার্থে বেশ ক'টি অধ্যাদেশ পাশ করে। তার মধ্যে একটি অধ্যাদেশ ছিল মুসলমানদের জন্য গোরস্থানের স্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ এবং অন্য অধ্যাদেশটি ছিল কসাইখানার স্থান নির্ধারণ ও জবাই এর জন্য বিশেষ স্থান চিহ্নিতকরণ। ফলশ্রুতিতে পৌর এলাকার প্রথমে তিনটি গোরস্থান অনুমোদিত হয়। যথা-মুন্সী মোহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবদের গোরস্থান (সোনাপীর গোরস্থান) মাজাহার হোসেন চৌধুরীর গোরস্থান (শেখ ফরিদ গোরস্থান), মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ আলী মহুরী ও বরাক মিয়াদের গোরস্থান (শেখ জাহাঙ্গীর গোরস্থান) ইত্যাদি। হিন্দুদের জন্য দু'টি শ্মশানঘাট যথা রাজাপাড়ার শ্মশানঘাট ও ফুলতলীর শ্মশানঘাট অনুমোদন লাভ করে। খ্রিস্টানদের জন্য তিনটি গোরস্থান ছিল। যথা ঘাসিপাড়া মহলণ্ডায় ১টি, মহাজানপাড়া মহলণ্ডায় ১টি এবং মিশনরোড পাড়ায় ১টি। তৎকালীন সময়ে শাসকগোষ্ঠী ছিল ইংরেজ খ্রিস্টান তাই ঐ সব গোরস্থানের অনুমোদনের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।[৩২]

দিনাজপুর পৌরসভা এলাকায় শিক্ষা বিস্ড়র ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় স্থিতিশীল ছিল। মুসলমান ছাত্ররা গ্রাম থেকে শিক্ষার জন্য শহরে আসত তবে জিলা স্কুলে লেখাপড়া করার জন্য কোন আশ্রয় ছিল না। ফলে তৎকালীন মুসলিম জননেতা খাঁন বাহাদুর একিমুদ্দীন আহমদের চেষ্টায় এবং সরকারী সাহায্য সহযোগিতায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জিলা স্কুল সংলগ্ন মুসলিম হোষ্টেল স্থাপিত হয়। বঙ্গভঙ্গ ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে শহরে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বালুবাড়ীতে মহারাজা গিরিজানাথ হাইস্কুল, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পাহাড়পুর মহলণ্ডায় ১টি টাউন হাইস্কুল, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কালিতলা মহলণ্ডায় সারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস মাঠে দিনাজপুর একাডেমী ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পৌরসভা পরিচালিত অনেক ক'টি প্রাইমারী স্কুলও ছিল এবং একটি গুরু ট্রেনিং সরকারী-প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নিউস্কীম পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই নিয়মে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে শহরের উত্তরাঞ্চলে গোলাপবাগ মহলণ্ডায় একটি জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর শহরে কলকাতার লর্ড রিপন শাখা কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই লর্ড রিপন কলেজটি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্র নাথ কলেজ হিসেবে নামকরণ হয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে পুন:নামকরণ হয় দিনাজপুর কলেজ এবং এই বছরেই কলেজটি সরকারীকরণ হয়।[৩৩]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত এবং পাকিস্ড়ান নামক দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে। ফলে এই সময় দিনাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন দিনাজপুর বারের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি রায় সাহেব যতীন্দ্র মোহন সেন। পরবর্তীকালে তিনি পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান। সৈয়দ তোজাম্মেল আলী পাকিস্ড়ান আমলে প্রথম চেয়ারম্যান (১৯৪৮-১৯৫২) পদে দিনাজপুর পৌরসভার অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫২-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্ড়ান সরকার ভোটদাতাদের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রথা চালু করেন। এই সময়ে দিনাজপুর পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে বহু বছরের আধা-পাকা সড়কগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক সড়ক পাকা করা হয়। সড়কের ধূলি নিবারণের জন্য সড়কের ধারে স্থানে স্থানে নলকূপ বসিয়ে পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে সড়কে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য আরো নলকূপ বসান হয়। তাছাড়া সড়কে রাত্রিবেলা নিয়মিত বাতিদান, সকালে ঝাড়ুদান, সার্ভিস পায়খানা পরিস্কারকরণ, তদুপরি পুরাতন পন্থায় কলেরা, বসন্ড় প্রভৃতি সংক্রামক মহামারী প্রতিরোধক টিকাদান ইত্যাদি কাজগুলো পূর্বের মতই বলবৎ থাকে। এই সময়ে পৌরকর আদায় কড়াকড়ি করার ফলে শহর উন্নয়নমূলক কাজের পরিধি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।[৩৪]

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভার যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ড় পৌরশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সরকারের উচ্চ কর্মকর্তা জেডিসি খাজা আব্দুল হালিম (১৯৭২-৭৩) এবং জেডিসি কমলভট্ট চৌধুরী (১৯৭২-৭৩)। অতঃপর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পৌরসভা নির্বাচন ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তিত হলে ১৯৭৩-৭৭ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ হাফিজ উদ্দীন আহমদ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে (১৯৭৭-৮২) খ্রিস্টাব্দ জনাব মোঃ মহসিন আলী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং তাঁর সময়ে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রথম প্রণীত হয়।[৩৫] এই পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু সরকারী অনুদানের বরাদ্দ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে পৌরসভার ধারাবাহিকভাবে সকল চেয়ারম্যানগণই উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন।

জনাব মোঃ শফিকুল হক ছুটু (২০০৪-অদ্যাবধি) পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ে প্রশাসন, প্রকৌশল এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের আওতায় ১০টি শাখার সমন্বয়ে সাধারণ জনগণকে পৌরসেবা দেয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি দিনাজপুর পৌরসভায় বর্তমানে কেয়ার শহর প্রকল্প, মিউনিসিপ্যাল হেলথ পার্টনার শিপ প্রোগ্রাম (এম এইচ পি, পি), ডি টি আই ডি পি, ইউ পি পি আর পি এবং ইউ জি আই আই পি-২ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দিনাজপুর পৌরসভার বর্তমান রূপরেখা ০৪ নং পরিশিষ্টে উপস্থাপন করা হলো:[৩৬]

উপসংহার

নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান ও বৃদ্ধিকল্পে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতায় শহরাঞ্চলে পৌরসভা ও পৌর প্রশাসন চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে এর ক্রমবিকাশ ঘটে। ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ আমলে পৌরসভা স্থাপনের মাধ্যমে পৌর প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। শহরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। দিনাজপুর শহর প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এখানেও পৌর প্রশাসন চালু করা হয়।

তথ্য নির্দেশ

বাংলাদেশের ২০টি বৃহত্তর জেলা *ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এই ৪টি বিভাগের অধীনে ছিল। জেলা গুলো হচ্ছে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, পাবর্ত্য-চট্টগ্রাম, কুমিলণ্ডা, নোয়াখালী, সিলেট, খুলনা, বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর।*

Bangladesh District Gazetters, Dinajpur-1975, P.1.

নুরু্ল ইসলাম খান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর দিনাজপুর*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়, ১৯৯১) পৃ.১।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, ৫ম খন্ড প্রকাশক দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প, দিনাজপুর, ২০০০, পৃ. ১১।

বস্তুত দিনাজপুর একটি মৌজার নাম। দিনাজপুর রাজবাড়ী যে মৌজায় অবস্থিত তাহাই দিনাজপুর মৌজা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবাহিনী কর্তৃক এই এলাকা বিজিত হওয়ার ফলে এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড় প্রবর্তনের পর নতুনভাবে রাজস্ব এলাকা নির্ধারণ করার দরু্ন রাজবংশের সম্মান ও মর্যাদার পরিচয় স্বরূপ কোম্পানী সরকার কর্তৃক অত্র জেলা ও শহরটির নাম দেয়া হয় দিনাজপুর।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরে ইসলাম*, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), পৃ.২৪।

মেহরাব আলী *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা*, প্রকাশক, মোঃ মহসীন আলী, চেয়ারম্যান, দিনাজপুর পৌরসভা, ১৯৯৮, পৃ. ৯।

প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, ৫ম খণ্ড. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

মেহরাব আলী, *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা*, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১৪।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, ৫ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩-১৪।

প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

মেহরাব আলী, *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০-২১।

প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

সচিব, *দিনাজপুর পৌরসভা* কর্তৃক তথ্য সংগৃহীত।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, ৫ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

এমাজ উদ্দিন আহমদ, *বাংলার লোক প্রশাসন* (ঢাকা: অনন্যা ২০০০) পৃ. ৩৮৭।

মেহরাব আলী, *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর পৌরসভার কথা*, পৃ.

District municipal Improvement Act. ১৮৬৯.

মেহরাব আলী, *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০-৩১।

সচিব, *দিনাজপুর পৌরসভা* কর্তৃক সংগৃহীত ২৭-০৯-২০০৯।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র ৫ম খণ্ড*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০-৪১।

Bengal municipal Act, 1932, passed by the lieutenant Governor of Bengal in council, calcuta: Secretariate Book Depot, 1932.

সচিব, *দিনাজপুর পৌরসভা কর্তৃক সংগৃহীত*, তারিখ: ২৭-০৯-২০০৯।

নির্বাহী প্রকৌশলী, *দিনাজপুর পৌরসভা কর্তৃক সংগৃহীত*, তারিখ: ২৬-০৯-২০০৯।

মেহরাব আলী, *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা*, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা-৬৬।

প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *৫ম খণ্ড* *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯।

মেহরাব আলী, *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা* *পূর্বোক্ত* পৃ. ৩৮।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *৫ম খণ্ড*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯-৫১।

প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

মেহরাব আলী, *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬।

প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭১।

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *৫ম খণ্ড*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৭-১৯৩।

মেহরাব আলী, *ঐতিহাসিক রূপরেখায় দিনাজপুর শহর ও পৌরসভার কথা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৭-১৯৮.

মো: নজরুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, *দিনাজপুর পৌরসভা*, কর্তৃক তথ্য সংগৃহীত। তারিখ: ২৬-০৯-২০০৯

পরিশিষ্ট

প্রথম পৌরসভা কমিটি: ১৮৭২-১৮৭৭ পরিশিষ্ট-০১

নাম	পদবী
মিঃ ওয়েস্ট মেকট	চেয়ারম্যান
মিঃ জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট	ভাইস চেয়ারম্যান
পুলিশ সুপার	সদস্য
জেলা ইঞ্জিনিয়ার	সদস্য
সিভিল সার্জন	সদস্য
স্যানিটারী কমিশনার	সদস্য
মুন্সি মোহাম্মদ আলী খাঁ	সদস্য
শ্রী রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ চৌধুরী	সদস্য
শ্রী ক্ষেত্র মোহন সিংহ	সদস্য
জনাব মজাহার হোসেন চৌধুরী	সদস্য
শ্রী গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	সদস্য
শ্রী গোপাল চন্দ্র সেন	সদস্য
শ্রী অনাথ বন্ধু মজুমদার	সদস্য
শ্রী রাম রতন পাঠক	সদস্য
শ্রী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	সদস্য

শ্রী হরিমোহন সিংহ চৌধুরী	সদস্য
শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ বড়াল	সদস্য
জনাব আব্দুল গফুর মোক্তার	সদস্য

দিনাজপুর পৌরসভার সম্মানিত নির্বাহী প্রধানগণ পরিশিষ্ট-০২

নাম	পদবী	মেয়াদ	মন্তব্য
মি: পিটার্সন	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৬৯-১৮৭২	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মি: ওয়েস্টমেকট	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৭২-১৮৭৭	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মি: ই.জি. গেন্ডজিয়ার	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৭৭-১৮৮০	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মি: ই. আই বের্টন	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৮০-১৮৮১	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মি: ই.জি. গেন্ডজিয়ার	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৮১-১৮৮৩	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মি: জি, আই ডেলার	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৮৩-১৮৮৫	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মি: এইচ. এস. বিডন	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৮৫-১৮৮৭	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মি: সি. আর. মেরিভিন	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৮৭-১৮৯০	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মি: এইচ. এফ. জে ম্যোগুরী	পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান	১৮৯০-১৮৯১	তৎকালীন জেলা প্রশাসক
মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৮৯১-১৮৯৪	প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান
শ্রী হরিমোহন সিংহ চৌধুরী	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৮৯৪-১৮৯৮	
মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৮৯৮-১৯০০	দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত
শ্রী হরিমোহন সিংহ চৌধুরী	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯০০-১৯০১	দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত
শ্রী পরমেশ্বর দাঁ	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯০১-১৯০৯	
শ্রী হরিমোহন সিংহ চৌধুরী	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯০৯-১৯১২	তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত
ডা: তারকেশ্বর চক্রবর্তী	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯১২-১৯১৫	

মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯১৫-১৯১৮	তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত
শ্রী ললিত চন্দ্র সেন	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯১৮-১৯১৯	
শ্রী যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯১৯-১৯২১	
মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯২১-১৯২৪	
শ্রী যতীন্দ্রমোহন সেন	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯২৪-১৯২৮	
শ্রী যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯২৮-১৯৩৯	দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত
রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ন দেব বর্মা	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৩৯-১৯৪৪	
রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৪৪-১৯৪৮	দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত
খান সাহেব সৈয়দ তোজাম্মল আলী	মনোনীত চেয়ারম্যান	১৯৪৮-১৯৫২	পৌর পরিষদ কর্তৃক মনোনীত
ডা: হাফিজউদ্দীন আহমদ	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৫২-১৯৫৬	
জনাব মকবুল হোসেন	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৫৬-১৯৫৯	
অ্যাডভোকেট মো: শরীফ	মনোনীত চেয়ারম্যান	১৯৫৯-১৯৬০	সরকার কর্তৃক মনোনীত
জনাব এমদাদ হোসেন	পৌর প্রশাসক	১৯৬০-১৯৬২	তৎকালীন এস.ডি.ও. (সদর)
জনাব কাজী আজিজুল ইসলাম	পৌর প্রশাসক	১৯৬২-১৯৬৪	তৎকালীন এস.ডি.ও (সদর)
জনাব মুজিব উদ্দীন আহমদ	পৌর প্রশাসক	১৯৬৪-১৯৬৫	তৎকালীন এস.ডি.ও (সদর)
জনাব নাজির আহমদ	পৌর প্রশাসক	১৯৬৫-১৯৬৬	তৎকালীন এস.ডি.ও (সদর)
জনাব মনজুর-উল করিম	প্যের প্রশাসক	১৯৬৬-১৯৬৭	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
জনাব নাজেম আহমদ চৌধুরী	পৌর প্রশাসক	১৯৬৭-১৯৬৮	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
ক্যাপ্টেন আনিসুর রহমান	পৌর প্রশাসক	১৯৬৮-১৯৬৯	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
জনাব জাহির‌ল ইসলাম ভূইয়া	পৌর প্রশাসক	১৯৭০-১৯৭০	তৎকালীন জেডিসি
জনাব আবুল কাশেম খান	পৌর প্রশাসক	১৯৭০-১৯৭১	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

জনাব এম এ চৌধুরী	পৌর প্রশাসক	১৯৭১-১৯৭২	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ	পৌর প্রশাসক	১৯৭২-১৯৭২	তৎকালীন জেডিসি
জনাব আ.ন.মু. আব্দুল হাই	পৌর প্রশাসক	১৯৭২-১৯৭৩	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
জনাব খাজা আব্দুল হালিম	পৌর প্রশাসক	১৯৭৩-১৯৭৩	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
শ্রী কমল ভট্ট চৌধুরী	পৌর প্রশাসক	১৯৭৩-১৯৭৪	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
ডা: হাফিজউদ্দীন আহমদ	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৭৪-১৯৭৫	দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত
জনাব মো: মহসীন আলী	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৭৭-১৯৮২	
জনাব মো: আব্দুল মান্নান	পৌর প্রশাসক	১৯৮২-১৯৮২	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
শ্রী দীপক কুমার সাহা	পৌর প্রশাসক	১৯৮২-১৯৮৩	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
জনাব এইচ শামসুজ্জামান	পৌর প্রশাসক	১৯৮৩-১৯৮৪	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
জনাব মো: আমিনুল হক	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৮৪-১৯৮৮	
জনাব মজিউর রহমান	পৌর প্রশাসক	১৯৮৮-১৯৮৯	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
জনাব মো: সফিকুল হক ছুটু	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৮৯-১৯৯১	
জনাব মো: ফিরোজুর রহমান	পৌর প্রশাসক	১৯৯১-১৯৯৩	তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
জনাব মো: মহসীন আলী	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৯৩-১৯৯৯	দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত
সৈয়দ মোসাদ্দেক হোসেন লাবু	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৯৯৯-২০০৪	
জনাব মো: সফিকুল হক ছুটু	নির্বাচিত চেয়ারম্যান /মেয়র	২০০৪ বর্তমান পর্যন্ড়	দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত

বর্তমান পৌর কমিটি পরিশিষ্ট-০৩

জনাব মো: সফিকুল হক ছুটু	মেয়র	দিনাজপুর পৌরসভা
জনাব মো: আলতাফ হোসেন	কাউন্সিলর	১০ নং ওয়ার্ড ও ১ নং প্যানেল মেয়র
জনাব মো: জিয়াউর রহমান	কাউন্সিলর	৩ নং ওয়ার্ড ও ২ নং প্যানেল মেয়র

নওশাদ

জনাবা মোছা: জোহরা রহমান (বালী)	মহিলা কাউন্সিলর	সংরক্ষিত আসন ৭,৮,৯ ও ৩ নং প্যানেল মেয়র
জনাবা মনোয়ারা বেগম সানু	ঐ	সংরক্ষিত আসন ১,২,৩ নং ওয়ার্ড
জনাবা মোছা: মাহ্মুদা খাতুন	ঐ	সংরক্ষিত আসন ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড
জনাবা বেগম রানী পোদ্দার	ঐ	সংরক্ষিত আসন ১০,১১,১২ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: রবিউল ইসলাম (রবি)	কাউন্সিলর	১ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: রায়হান আলী খান তাজ	ঐ	২ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: শাহ নেওয়াজ হোসেন	ঐ	৪ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: সহিদুল ইসলাম	ঐ	৫ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম	ঐ	৬ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: আনোয়ার হোসেন	ঐ	৭ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: ফয়সল হাবিব (সুমন)	ঐ	৮ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: আবু তৈয়ব আলী	ঐ	৯ নং ওয়ার্ড
জনাব আহামেদুজ্জামান	ঐ	১১ নং ওয়ার্ড
জনাব মো: সেলিম রেজা	ঐ	১২ নং ওয়ার্ড

দিনাজপুর পৌরসভার বর্তমান রূপরেখা পরিশিষ্ট-০৪

পৌরসভার সাধারণ তথ্যাবলী:	
স্থাপিত:	১ এপ্রিল/১৮৬৯ খ্রিঃ
শ্রেণী	ক-শ্রেণী (০৪ ডিসেম্বর/১৯৯০ ইং)
আয়তন	২৪.২০ বর্গ কিলোমিটার
মোট জনসংখ্যা (২০০১ ইং সালের আদম শুমারী)	১,৫৭,৩৪৩ জন
মহিলা	৭৬,৬৪৪ জন
পুরুষ	৮০,৬৯৯ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	৭,২৪৭ জন

ওয়ার্ড সংখ্যা	১২ টি
মৌজা সংখ্যা	২৩ টি
মেয়র (নির্বাচিত)	০১ জন
মোট কাউন্সিলর (নির্বাচিত	১৬ জন
সংরক্ষিত আসন (মহিলা)	০৪ জন
সাধারণ আসন	১২ জন
সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	০৫ মে/২০০৪ ইং
সাংগঠনিক কাঠামো ভূক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	১৩৪ জন
কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	৯৮ জন
কর্মরত কর্মকর্তা	০৭ জন
কর্মরত কর্মচারী	৯১ জন
প্রজেক্ট স্টাফ	০৫ জন
মাস্টার রোল	২৫৫ জন

পৌর ভৌত অবকাঠামোগত বিবরণ:	
রাস্ড়া/সড়কের বিবরণ:	
পাকা রাস্ড়া	১২২ কিঃ মিঃ
আর. সি. সি. রাস্ড়া	১.০২ কিঃ মিঃ
এইচ. বি. বি. রাস্ড়া	৬.০০ কিঃ মিঃ
কাঁচা রাস্ড়া	৪৫.৬৫ কিঃ মিঃ
মোট	১৭৪.৬৭ কিঃ মিঃ
আলো সংক্রান্ড় তথ্য:	
মোট পোল সংখ্যা	৮,০৫০ টি
এইচ টি পোল	১,৫২০ টি
নন স্ট্রিট ফেজ	১,৬৩০ টি
স্টিট ফেজ লাইন	৪,৯০০ টি পোল
স্টিট ফেজ লাইন (কি: মি:)	২৪৫ কিঃ মিঃ
সাধারণ বাল্ব	২১২০ টি
এনার্জি সেভার বাল্ব	৮৮০ টি
টিউব লাইট	৭৬ টি
মোট বাল্ব পয়েন্ট	৩,০৭৬ টি
একর্ডিং টু বাল্ব পয়েন্ট লাইন	১৮৪.৫৬ কিঃ মিঃ

স্টিট লাইন কাভারেজ এরিয়া	৭৫.৩৩%
পানি সরবরাহ সংক্রান্ড় তথ্যাবলী:	
পাইপ লাইন	৮৫.১৫৪ কিলোমিটার
মোট হাউজ কানেকশন	৩,৫৬০ টি
০২" হাউজ কানেকশন	০২ টি
১.৫ " হাউজ কানেকশন	০২ টি
০১ " হাউন কানেকশন	০২ টি
৩/৪"" হাউজ কানেকশন	২২৬ টি
১/২ " হাউজ কানেকশন	৩,৩২৮ টি
মোট পাম্প হাউজ	০৯ টি
সচল পাম্প হাউস	০৭ টি
অচল পাম্প হাউজ	০২ টি
হস্ড় চালিত মোট নল কূপ	৫২৩ টি
চালু নলকূপ	৫০১ টি
নষ্ট নলকূপ	২২টি
ষ্ট্রীট হাইড্রেন্ট	০৬টি
পৌর যানবাহনের তথ্য:	
ক) সচল যানবাহন	
পাজারো জীপ গাড়ী (ঘ-১১-০০১৭)	০১ টি
ভিটারা জীপ গাড়ী (ঘ-০২-০১০৬)	০১ টি
পিক আপ গাড়ী (ম-১৩-০০১৬)	০১ টি
পিক আপ গাড়ী ৪০৪ (১.৫) টন	০১ টি
অশোক লিলেন্ড গাড়ী	০১ টি
ডিসালজিং ভ্যাকম ট্যাংকার গাড়ী	০১ টি
নতুন ড্রাম ডংফেং ট্রাক গাড়ী	০১ টি
হাইড্রোলিক বিম লিফটার গাড়ী (১৫-শ)	০১ টি
মোটর সাইকেল	০৭ টি
খ) অচল যানবাহন	
আইরন বুল গাড়ী	০১ টি
ট্রাক্টর গাড়ী (৯৫০৫)	০১ টি
ড্রাম ট্রাক গাড়ী (ম-০৫-০০০১)	০১ টি
চায়না ট্রাক ক্যাপাসিটি গার্বেজ গাড়ী (১.৫) টন	০১ টি

আইচার গাড়ী (পি-১৯)	০১ টি
মোটর সাইকেল	০২ টি
গ) কনডেম যানবাহন:	
কার গাড়ী (ক-৪১১৯)	০১ টি
পিকআপ গাড়ী (ট-৬৩৬৬)	০১ টি
গার্বেজ গাড়ী (ট-০২-০০১১)	০১ টি

ঘ) রোড রোলার:	
রোড রোলার (০৬ টন)	০১ টি
রোড রোলার (১০ টন)	০২ টি
রোড রোলার (০৫ টন)	০২ টি
ঙ) মোটর গ্যারেজ:	
পৌর মোটর গ্যারেজ	০১ টি (বালুবাড়ী)
পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা:	
মোট ড্রেনের দৈর্ঘ্য	১৭৬.১৩ কিঃ মিঃ
পাক ড্রেন (ব্রীক)	৪৪.৪৩ কিঃ মিঃ
পাকা ড্রেন (আর. সি. সি.)	১৪.৮০ কিঃ মিঃ
কাঁচা ড্রেন	১১৬.৮০ কিঃ মিঃ
বক্স কালভার্ট	৩২১ টি
পাইপ কালভার্ট	৩০ টি
স্লুইস গেট	০২ টি
গিরিজা খাল	৫.২২২ কিঃ মিঃ
ঘাঘড়া খাল	৯.৫৪০ কিঃ মিঃ
নদী	পুনর্ভবা নদী
বৃহত্তর ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতার আওতাভূক্ত রাস্তা/ড্রেনের বিবরণ:	
মোট রাস্তা	১১৪ টি
মোট ড্রেন/নর্দমা	২৪১ টি
বৃহত্তর ওয়ার্ড নং-০১	
রাস্তা	৩৪ টি
ড্রেন/নর্দমা	৫০ টি
বৃহত্তর ওয়ার্ড নং-০২	
রাস্তা	২৮ টি
ড্রেন/নর্দমা	৩২ টি

বৃহত্তর ওয়ার্ড নং-০৩	
রাস্তা	২২ টি
ড্রেন/নর্দমা	১৪ টি
বৃহত্তর ওয়ার্ড নং-০৪	
রাস্তা	২২ টি
ড্রেন/নর্দমা	২৫ টি

উপশহর (বর্তমান ওয়ার্ড নং:০৯)	
রাস্তা	০৮ টি
ড্রেন/নর্দমা	১২০ টি
পরিচ্ছন্ন কর্মী সংখ্যা:	
আবর্জনা উত্তোলন শ্রমিক	৬৭ জন
সুইপার	১০৭ জন
মোট ভ্যান গাড়ী	১২ টি
সচল ভ্যান গাড়ী	০৬ টি
অচল ভ্যান গাড়ী	০৬ টি
গণ শৌচাগার তথ্যাবলী:	
গণ শৌচাগার	০৬টি
স্বাস্থ্য বিভাগ:	
স্যানিটেশন কভারেজ হার	৮৬%
জন্ম নিবন্ধনের হার	১০০%
সনদ বিতরনের হার	৬০%
ফগার মেশিন	০২ টি
নরমাল স্প্রে মেশিন	১২ টি
স্বাস্থ্য বিভাগীয় তথ্য বোর্ড	০১ টি
ভেজাল খাদ্য দ্রব্য সংক্রান্ত মামলা (ডিসেম্বর, ০৮ পর্যন্ত)	৩২ টি
ইপিআই সংক্রান্ত তথ্যাবলী:	
মোট ইপিআই কেন্দ্র	৪৪ টি
স্থায়ী ইপিআই কেন্দ্র	১৭ টি
অস্থায়ী ইপিআই কেন্দ্র	২৭ টি
নিয়মিত টিকা গ্রহণকারী ০০-১১ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা	৪,৪৩৪ জন (ডিসেম্বর/০৮ এর তথ্য অনুযায়ী)

নিয়মিত টিকা গ্রহণকারী ১৫-৪৯ বছরের মহিলা সংখ্যা	৩৭,০৫৬ জন (ডিসেম্বর/০৮ এর তথ্য অনুযায়ী)
ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কমিটি	১২ টি
প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী সংখ্যা	৫৮৭ জন
প্রশিক্ষিত পুরোহিত সংখ্যা	২৭ জন
প্রশিক্ষিত ধাত্রী মাতা সংখ্যা	৩৬ জন
প্রশিক্ষিত ইমাম সংখ্যা	৭৭ জন
ফ্রিজ	০১ টি
আই এল আর	০১ টি
ডিপ ফ্রিজ	০১ টি
কোল্ড বক্স	০১ টি
পৌর কর সংক্রান্ড় তথ্য:	
হোল্ডিং সংখ্যা (বেসরকারী)	২২,৫৬৪ টি
হোল্ডিং সংখ্যা (সরকারী)	৪৩১ টি
সর্বমোট হোল্ডিং সংখ্যা	২২,৯৯৫ টি
বাৎসরিক হাল দাবী (সরকারী)	৩০,০৯,৮৪৯/-
বাৎসরিক হাল দাবী (বেসরকারী)	৮৬,৩৫,৬০৬/-
বাৎসরিক মোট দাবী:	১,১৬,৪৫,৪৫২
কর আদায়ের হার	৫২%
কর ধার্যের পরিমান	২৩%
হোল্ডিং কর	৭%
কনভারভেন্সী রেইট	৭%
লাইটিং রেইট	৩%
পানি কর	৬%
ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ড় তথ্য:	
রিক্সা মালিক	৮,১৪৩ টি
রিক্সা ড্রাইভিং	২,৩৩৪ টি
ভ্যান মালিক	১২৩ টি
দোকান	৭,৫১৭ টি
কোল্ড স্টোরেজ	০৩ টি
হাসপাতাল/ক্লিনিক	২৯টি
ডায়াগনেষ্টিক সেন্টার	২৫ টি
ইন্সুরেন্স কোম্পানী	৪৪ টি

বেসরকারী ব্যাংক	৩৭ টি
ডাক্তার (এম,বি,বি, এস ও হোমিও	২২৯ জন
ঔষধ ডিপো	১০ টি
মিল কলকারখানা	১৬০ টি
ঠিকাদারী লাইসেন্স	২৬৮ টি
মাছ-মাংস ব্যবসায়ী	১৫০ জন
পৌর বিপণী সংক্রান্ড় তথ্যাবলী:	
পৌর বিপণী কেন্দ্রের সংখ্যা	১০ টি
পৌর বিপণী কেন্দ্রের দোকান সংখ্যা	১৮৫ টি
দোকান ভাড়া (০৭-০৮ অর্থ বছরের চাহিদা)	৭,০৫,১৩৫/- টাকা
দোকান ভাড়া (০৭-০৮ অর্থ বছরের আদায়)	৩,৬৩,২০৫/- টাকা
দোকান ভাড়া আদায়ের হার	৫১.৫১%
পৌরসভার মালিকানাধীন মার্কেটের নাম ও ঠিকানা:	
লোক ভবন পৌর বিপণী কেন্দ্র, মুন্সিপাড়া	১৯ টি
গনেশতলা পৌর বিপণী কেন্দ্র, গনেশতলা	২৩ টি
গনেশতলা পেট্রল পাম্প পৌর বিপণী কেন্দ্র, গনেশতলা	০৩ টি
বাস টার্মিনাল পৌর বিপণী কেন্দ্র (উত্তর), মির্জাপুর	১২ টি
বাস টার্মিনাল পৌর বিপণী কেন্দ্র (দক্ষিণ), মির্জাপুর	২৫টি
কালিতলা পৌর বিপণী কেন্দ্র, কালিতলা	৪৩টি
চক বাজার পৌর বিপণী কেন্দ্র, মালদহপট্টি	১১ টি
রেলবাজার পৌর বিপণী কেন্দ্র, বড় বন্দর	০৭ টি
পৌরসভার মালিকানাধীন দোকান সংখ্যা	৯৭টি
পৌরসভার মালিকানাধীন হাট বাজার, খেয়াখাট ও খোয়াড়:	১৬ টি
ইজারার আওতাভূক্ত পুকুর, জলাশয় ও পতিত ভূমির তথ্যাবলী:	
মোট পুকুর/জলাশয়	০৭ টি
জুলুম সাগর,মিশন রোড, দিনাজপুর	৮৪২.২৫ শতক
শিশু পার্ক পুকুর, শিশু, পাক, দিনাজপুর	১০২.০০ শতক

মশাল কালি পুকুর, কালিতলা, দিনাজপুর	১২০.০০ শতক
বালা পুকুর, কালিতলা, দিনাজপুর	২৬১.৭৮ শতক
ম্যানেজারের পুকুর, রাজবাটি, দিনাজপুর	০৩৭.২৫ শতক
বাস টার্মিনাল পুকুর, মির্জাপুর, দিনাজপুর	০৩২.৫৬ শতক
নাগিনা বাদ পুকুর, মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর	০৫৭.৫৩ শতক
মাতা সাগর গার্বেজ ভূমি, মাতা সাগর	৭৫০.০০ শতক
চক কাঞ্চন গার্বেজ ভূমি, চক কাঞ্চন	৬৯৩.০০ শতক
পৌরসভা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:	
উচ্চ বিদ্যালয়	০১ টি (দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল)
কিন্ডারগার্টেন	০১ টি (পৌর কিন্ডারগার্টেন
পৌরসভার মালিকানাধীন স্থাপনাসমূহ	০৭টি
পৌর এলাকার বস্ড়ি সংক্রান্ড় তথ্য:	৩৮ টি
বস্ড়ি এলাকার মোট পরিবারের সংখ্যা	৩,৩০৩ টি
বস্ড়ি এলাকার মোট জনসংখ্যা	২৩,৭০৭ জন

দিনাজপুর পৌরসভার বিগত ছয় বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়:		
অর্থ বছর	**চলতি**	**বকেয়া**
২০০২-২০০৩	৩০,৯৪,৫৬৫/-	৪৪,৩০,৭১৩/-
২০০৩-২০০৪	৩৬,৫২,২৯৫/-	৩৬,৫৭,৫৪৬/-
২০০৪-২০০৫	৪৪,৪৪,৮০৫/-	৪৫,৬৭,০১৬/-
২০০৫-২০০৬	৪১,৩৮,৪৮৬/-	৫৪,৬২,৯৫০/-
২০০৬-২০০৭	৪৬,৯৬,২২০/-	৬১,০৩,৭৮১/-
২০০৭-২০০৮	৪২,৭৫,৭০৫/-	৬৩,১১,০৮১/-
দিনাজপুর পৌরসভার বিগত ছয় বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স চাহিদা:		
অর্থ বছর	**চলতি**	**বকেয়া**
২০০২-২০০৩	৭৫,৫২,৪১২/-	১,৫০,৪৭,০৩৮/-
২০০৩-২০০৪	৭৬,৭৮,২৩৫/-	১,৪৪,৬৮,৪২০/-
২০০৪-২০০৫	৭৬,৭৮,৪১৫/-	১,৪৮,৩৬,৯৯২/-
২০০৫-২০০৬	১,০৫,০০,০০০/-	১,৩৫,০৩,৫৮২/-
২০০৬-২০০৭	১,০৫,০০,০০০/-	১,৪৪০২,১৫৪/-
২০০৭-২০০৮	১,১৬,৪৫,৪৫২/-	১,৪১,০২,১৫৩/-